গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.০১৬.০১৫.২০১৭- ৪৮২ তারিখ: ২১ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ০৫ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সড়ক খনন বিষয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৩ জুন ২০২২ তারিখে জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাপতিত্বে স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাকক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৪ পৃষ্ঠা।

০৫/০৭/২০২২
(এ.কে.এম. সাইফুল আলম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০০৩৭০
watersupply_02@yahoo.com

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
২। অতিরিক্ত সচিব, (নগর উন্নয়ন/পানি সরবরাহ), স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা
৫। যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১ অধিশাখা/পাস অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
২। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়ঃ ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন প্রকল্পের সড়ক খনন বিষয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
সভার স্থান	স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাকক্ষ
তারিখ ও সময়	১৩ জুন, ২০২২ বেলা ১২.০০ টা
উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার জন্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক খনন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। অপরদিকে ঢাকা মহানগরীর জনগণের দূর্ভোগ কমানোর লক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কাজ করছে। তিনি বলেন যে, ঢাকা ওয়াসাকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সভাপতি ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ঢাকা মহানগরীর সড়ক খননে সৃষ্ট জটিলতার বিষয়ে বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করেন। সে প্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেণ।

২। প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (DWSNIP), ঢাকা ওয়াসা বলেন যে, প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল এপ্রিল, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ সাল পর্যন্ত। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সমগ্র ঢাকা মহানগরীর মানুষের জন্য সার্বক্ষণিক pressurised নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং Non-Revenue Water (NRW) ১০% এর নিচে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। প্রকল্প পরিচালক, DWSNIP জানান যে, আলোচ্য প্রকল্পের Package No. ICB-02.8 এর আওতায় মোট ১৬টি District Metered Area (DMA) এর মধ্যে ১৫টি DMA এর কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। অবশিষ্ট DMA-908 এর সড়ক খননের অনুমতি পাওয়া সাপেক্ষে উল্লিখিত DMA এর কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে ICB-02.8 Package এর কাজ শেষ হবে। প্রকল্পের Package No. ICB-02.9 এর কিছু অংশে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় রাস্তা খননের অনুমতি না পাওয়ায় কাজ শেষ করা যাচ্ছে না। তিনি জানান যে, DMA ভিত্তিক রাস্তা খননের অনুমতি

প্রদান না করায় এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা খননের চার্জ ভিন্ন হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বর্তমানে পূর্বের তুলনায় ৩০০-৪০০ ভাগ বেশী সড়ক খনন চার্জ আরোপ করছে। সড়ক খননের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে যতটুকু সড়ক খনন করা হয় এর উভয় দিকে ১.৫ মিটার + ১.৫ মিটার করে মোট ৩ মিটার অতিরিক্ত ধরে রাস্তা খননের ক্ষতিপূরণ বিল ধার্য করা হয় এবং রাস্তা খনন চার্জের সাথে অতিরিক্ত ১০০% নিরাপত্তা জামানত প্রদান করায় প্রকল্প ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর পাশাপাশি বছরব্যাপী সড়ক খননের অনুমতি না দেয়ায় সৃষ্ট জটিলতার কারণে প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হচ্ছে না।

৩। প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (DESWS), ঢাকা ওয়াসা বলেন যে, আলোচ্য প্রকল্পের কাজ মোট ৫টি প্যাকেজের আওতায় সম্পন্ন করা হচ্ছে যার প্রত্যেকটি প্যাকেজের কাজের সাথে প্রত্যেকটি প্যাকেজের কাজ সংযুক্ত রয়েছে। রামপুরা ব্রিজ হতে প্রগতি সরণী হয়ে কুড়িল ফ্লাইওভারের পূর্ব পর্যন্ত, নতুন বাজার থেকে গুলশান লেক হয়ে কাকলী-বনানী পর্যন্ত প্রায় ১৩ কি:মি: সড়ক উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন। উল্লিখিত সড়ক খনন বিষয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) হতে অনাপত্তি প্রদান না করায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন হতে সড়ক খননের অনুমতি পাওয়া না যাওয়ায় প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা যাচ্ছে না। ফলে প্রকল্পের ঠিকাদারকে অতিরিক্ত জরিমানা প্রদান করতে হচ্ছে।

৪। পরিচালক (কারিগরি), ঢাকা ওয়াসা বলেন, ঢাকা ওয়াসার DWSNIP প্রকল্পের কাজ ২০১৬ সালে শুরু হয়ে বিগত ৬ বছরে মোট ৮২টি DMA এর মধ্যে ১৬টি DMA এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে বিদ্যমান পুরাতন পানির লাইন পরিবর্তন করা সম্ভব না হওয়ায় ঢাকা শহরে বিভিন্ন ধরণের পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বেড়ে যাচ্ছে। সময়মত সড়ক খননের অনুমতি পাওয়া গেলে এ ধরণের সমস্যা লাঘব করা সম্ভব হতো। উল্লেখ্য নিরাপদ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে ঢাকা ওয়াসার মূল দায়িত্ব। কিন্তু সড়ক খনন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জটিলতার কারণে সময়মত পাইপ লাইন সংযোগ কাজ শেষ না হওয়ায় নগরবাসীকে সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা বলেন, ঢাকা ওয়াসার প্রকল্প গ্রহণের সময় বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাথে চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ সম্পাদন করতে হলে বছরব্যাপী কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ঢাকা ওয়াসার প্রকল্পের কাজ চলমান অবস্থায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বর্ষাকালে কাজ বন্ধ রাখতে বলায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে জনগণের ভোগান্তিসহ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে এ খাতে ধার্যকৃত প্রাক্কলিত মূল্য হতে

অনেক বেশী হারে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী জামানত ১০০% দিতে হলে সড়ক খননের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ টাকাই এ খাতে ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তিনি বলেন, ঢাকা মহানগরীর "সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯" অনুযায়ী সড়ক খননের অনুমতি প্রদান করা হলে ঢাকা ওয়াসার ৭৫% সমস্যা সমাধান হবে। ঢাকা মহানগরীকে উন্নত শহরে উন্নীত করতে হলে সম্পূর্ণ ঢাকা মহানগরীকে সুবিন্যস্ত করতে হবে মর্মে তিনি সভাকে জানান।

৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন জানান, ঢাকা মহানগরীর সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯ এর আলোকে ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন প্রকল্পের সড়ক খননের অনুমতি প্রদান করা হয়। ঢাকা ওয়াসাকে ইতোমধ্যে ১০০ কিঃমিঃ Open Cut এবং ১৫৫ কিঃমিঃ Horizontal Directional Drilling (HDD) রাস্তা খননের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, সড়ক খননের বিষয়ে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে সিটি কর্পোরেশন। তিনি আরো বলেন, ঢাকা ওয়াসা এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ঠিকাদারের সমন্বয়ে সভা করে সড়ক খননের সময় নির্ধারণ করতঃ খননের অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু ঢাকা ওয়াসা প্রায়শই অনুমতি প্রাপ্ত পরিমাপের চেয়ে অতিরিক্ত সড়ক খনন করার কারণে উদ্ভুত অতিরিক্ত সড়ক খনন চার্জ ঢাকা ওয়াসা পরিশোধ করছে না মর্মে তিনি জানান। ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক খননকৃত সড়ক মেরামতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে পুনরায় নতুন করে প্রকল্প নিতে হয়। তিনি সভায় আরো বলেন, সড়ক খননের অনুমতি প্রদানের সময় জামানত মাফ করা, বছরব্যাপি সড়ক খননের অনুমতি প্রদান, জরিমানা মাফ করা কোন মতেই সম্ভব নয়। তবে ঢাকা ওয়াসার রাস্তা খননের অনুমতি সহজ করার লক্ষ্যে বর্তমানে প্রচলিত "সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯" এর কিছু শর্ত শিথিল করা যেতে পারে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

৭। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন জানান, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত বিভিন্ন এলাকা ঢাকা মহানগরীর অন্যান্য এলাকার চেয়ে তুলনামূলক বেশী ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় সড়ক খনন ফি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন হতে একটু বেশি এবং ঢাকা ওয়াসার চাহিদামাফিক সড়ক খননের অনুমতি দিতে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হয়। "সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯" এর আলোকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন One Stop Service cell গঠনের মাধ্যমে জনগণের স্বস্তি ও সেবা প্রদানের সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করে। জনদুর্ভোগ যথাসম্ভব কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বর্ষাকালে সড়ক খনন বন্ধ রাখার জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে। ঢাকা মহানগরীর ৮০% সড়ক খনন করে ঢাকা ওয়াসা, DPDC, BTCL, তিতাস গ্যাস, DESCO এবং সিটি কর্পোরেশন। একটি সংস্থার কাজ শেষ হলে অন্য একটি সংস্থা সড়ক খননের অনুমতি চাওয়ায় সারাবছরই সড়ক খনন বা খোড়াখুড়ি করার ফলে জনগণকে দূর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। তিনি বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সড়ক খননের বিষয়ে ৭৬টি সভা আয়োজন করে ৪৮টি সড়ক

খননের অনুমতি প্রদান করে। এর মধ্যে ১৬টি ছিল ঢাকা ওয়াসার যার মধ্যে ১২টি শুধু ঢাকা ওয়াসার DWSNIP প্রকল্পের। ঢাকা মহানগরীর যে অংশে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম চলমান থাকে সে অংশে একই সময়ে অন্য যে কোন সংস্থা তাদের সড়ক খননের কাজ করলে একই সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা যায়। এতে জনগণের দূর্ভোগ কম হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সড়ক খনন ও সড়ক পুনঃনির্মাণের কাজ শেষ করা সম্ভবপর হয়। এতে সরকারের অর্থের সাশ্রয় হয় এবং জন দূর্ভোগ লাঘব করা সম্ভবপর হয় মর্মে তিনি জানান।

৮। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(১) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে Horizontal Directional Drilling (HDD) ভিত্তিতে রাস্তা খননের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। তবে কোন (HDD) মতেই উক্ত অনুমতি প্রদানে বিলম্ব করা যাবে না।

(২) ঢাকা ওয়াসার রাস্তা খননের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে এবং জনগণের জন্য চলাচল নির্বিঘ্ন রাখতে হবে।

(৩) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সড়ক খননের ক্ষতিপূরণ ফি নির্ধারণকল্পে এ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ফি এর সিডিউলের বিষয়ে অর্থ বিভাগ-এর সম্মতি পাওয়া গেলে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দেয়া হবে।

(৪) ঢাকা ওয়াসার রাস্তা খননের অনুমতি কার্যকর রাখতে হবে।

(৫) রামপুরা হতে কুড়িল পর্যন্ত সড়ক খননের ক্ষেত্রে Traffic Management Plan নিশ্চিতকল্পে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে মূল দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৯। সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি করেন।

০৮/০৭/১৩

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ